সংবাদ 012

তারিখ ... 12.2.86 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... 2 ...

এস, এস, সি পরীক্ষার ফিস আদায় প্রসঙ্গে দু'টি কথা

অনেকদিন হইতেই আপনার বহুল প্রচারিত ও পাঠকের প্রিয় পত্রিকা "সংবাদ" এর চিঠিপত্র কলামে এস, এস, সি পরীক্ষার ফিস প্রসঙ্গে অনেক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, আমার তথা ছাত্র/ছাত্রীদের ও অভিবাভকদের পক্ষ থেকে পত্রটি আপনার পত্রিকায় ছাপাবেন বলে আশা রাখি।

ইতিপূর্বে ছাত্র/ছাত্রী অভিভাবক হইতে শুরু করিয়া কোন কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষক কিংবা অন্য কোন সহকারী শিক্ষকবৃন্দ নানা মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। ছাত্র/ছাত্রী ও অভিভাবক উভয়েই বলিয়াছেন যে, তাহাদের নিকট হইতে পরীক্ষার ফিস হিসাবে অনেক টাকা নানা কৌশলে আদায় করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ নানা কারণ ও পন্থা নির্দেশ করিয়া মতামত প্রকাশ করিয়াছেন।

শিক্ষকবৃন্দের বক্তব্য: যেহেতু এটা শেষবর্ষ সেইহেতু ছাত্রদের ভাল ফলাফলের জন্য আমরা কোচিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছি, এবং সেই অনুযায়ী টাকা গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ছাত্র/ছাত্রী ও অভিভাবকদের বক্তব্য বিশেষ করে ছাত্র/ছাত্রীদের—আমরা জানি, বোর্ডের ফিস উর্ধ্বে ১৫০/- টাকা, সেখানে বিভিন্ন স্কুল ও প্রতিষ্ঠান ১৫০ টাকার সহিত নানা প্রকার চাঁদা স্কুল নির্মাণ, বাগান পাঠাগার মিলাদ, দফতরীর সাহায্য ইত্যাদি সহ ৪৫০ টাকা (ওয়েষ্ট ধানমন্ডি ইউসুফ উচ্চ বিদ্যালয়) আদায় করিয়াছেন। অনেক স্কুল তার উর্ধ্বে টাকা আদায় করিয়াছে। এবং কোচিং-এর জন্য ৪০০ টাকা (ঐ স্কুল) আদায়সহ সর্বমোট ৮৫০ টাকা আদায় করিয়াছে। এর মধ্যে কোন কনসেশন নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে অনেক স্কুল এরও বেশী টাকা আদায় করিয়াছে।

এখানে ছাত্রদের বক্তব্য এই যে, আমরা কোচিং-এর জন্য কোন রূপ অনুরোধ স্যারদের করি নাই। বরং যাহাতে কোচিং না হয়, সেই দিকে স্যারদের বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছি। (যাহারা সমস্ত বিষয়ে পাশ করিয়াছে তাহারা ব্যতীত) কোচিং করিলে আমাদের লেখাপড়ার ক্ষতি, স্কুলে যাওয়া-আসা করিতে সময় নষ্ট হইবে। আমাদের এখন কোচিং করিতে বলা হইলে আমাদের ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই হইবে না। তবুও স্যারগণ আমাদের কোন অনুরোধ শুনেন নাই।

শেষ বৎসর বলে এক্ষেত্রে শিক্ষকদের ব্যবসা হইয়াছে বেশ জমজমাট, তাহা প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকার করিতেই হইবে। ২/১ নম্বরের জন্য ফেল করা ছাত্রদের নিকট হইতে জরিমানা, বলিয়া ১'০০০ টাকা থেকে ১,৫০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করিয়াছেন। তাহা বোর্ডে জমা দেওয়া হইবে বা ফর্মপূরণের সময় নাই বলিয়া জরিমানা হিসাবে উক্ত টাকা আদায় করিয়াছেন।

এ ব্যাপারে শিক্ষকদের সমালোচনার তীব্র প্রতিবাদ করছি আমরা ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ; তাঁহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে, টাকা আদায় করিবার কৌশল সম্পর্কে। তবে তাঁহাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, "আমাদের অভিশাপ দিবেন না" বরং দোয়া বা আশীর্বাদ করিবেন।

পরবর্তী সময়ে যাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ বোর্ডের ফিস-এর বাহিরে কোন টাকা আদায় না করিতে পারে, ও কোন অভিভাবকের কষ্টের টাকা আনন্দ করিয়া খরচ না করিতে পারেন, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া আমাদের আর কোন পন্থা আছে কি?

এম, এস হক (শামীম)
এস,ও,এস কোয়ার্টার-ই
২১/১, জিগাতলা ঢাকা-৯।